বাংলা কর্মবাচ্য : গঠন বিশ্লেষণ

ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ*

The linguistic study of passive voice is quite complex and a neglected area in Bengali grammar emphasising the structure of standard colloquial form of the language. Most of the Bengali grammars are based on Sanskrit grammatical rules applying the morphological patterns of Tatsama words. Ignoring the oral forms used in spoken Bengali. An attempt is made here to explain the pros and cons of the passive form that is used in colloquial pattern applying the Transformational Generative method of Noam Chomsky. The present study also explains the main objective of findings some of the unexplained areas in passive voice.

১.০ বক্ষমান প্রবন্ধে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের সূত্রের সাহায্যে বাংলা কর্মবাচ্যের গঠনরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে বিষয় ব্যাখ্যা ও সমস্যাগত দিক উত্থাপনের পর কর্মবাচ্য নির্দেশিত এবং পরবর্তী পর্যায়ে রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের সূত্র প্রয়োগে বাংলা কর্মবাচ্য ব্যাখ্যাত।

১.১ বাংলা বাক্যে ক্রিয়ার অবস্থান অনুযায়ী বাক্যে কর্তা ও কর্মের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও, বাক্যে ক্রিয়ার গুরুত্ব লক্ষ্য করা যেতে পারে। বাক্যে এই তিন শ্রেণীর রীতি বাচ্য (Voice) নামে পরিচিত। নিচের উদাহরণে এই তিনটি দিক নির্দেশ করা হয়েছে।

(১) মৌসুমী সেলাই করছে। (কর্তার প্রধান্য নির্দেশিত)

(২) রায়হানের বলে শুভ আঘাত পেয়েছে। (কর্মের প্রাধান্য নির্দেশিত)

(৩) মৌসুমীর খেলা হলো না। (ক্রিয়ার প্রাধান্য নির্দেশিত)

উপরিউক্ত উদাহরণে বাক্যের তিনটি ভঙ্গিতে বাক্যের ত্রয়ী বাচ্যরীতি নির্দেশিত কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য। নিচের আলোচনায় এই দিকগুলি বিস্তৃতভাবে দেখান হয়েছে।

কর্তৃবাচ্য : বাক্যে কর্তার অর্থ প্রাধান্য পাওয়ার পর ক্রিয়া কর্তাকে অনুসরণ করলে তা কর্তৃবাচ্য হিসেবে পরিচিত। যেমন:

(৪) ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে

কর্মবাচ্য : বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক প্রধানভাবে নির্দেশিত হলে তা কর্মবাচ্য হিসাবে গৃহীত হয়। যেমন:

(৫) ক. শিকারী কর্তৃক হরিণ নিহত হয়েছে।

খ. হরিণ শিকারীর হাতে নিহত হয়েছে।

---

* সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাববাচ্য : বাক্যে কর্মের অনুপস্থিতি এবং ক্রিয়ার অর্থ প্রাধান্য পেলে তা ভাববাচ্য রূপে পরিচিত। যেমন:

(৮) মৌসুমীর খেলা হয়নি।

(৯) রত্নাকে কাল যেতে হবে।

(১০) তোমাকে দিয়ে এসব কাজ হবে না।

১.২ বর্তমান আলোচনায় কর্তৃবাচ্য যেভাবে গঠনরূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কর্মবাচ্যে পরিণত হয়, সেই দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত। আলোচনায় বাংলা সাধুরীতির বাক্য গ্রহণ করে চলিতরীতিতে ব্যবহৃত বাক্যের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার কারণ, বাংলায় কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্যে পরিবর্তনে সাধুরীতির যে প্রয়োগ প্রচলিত তার সাহায্যে বাচ্য পরিবর্তনের কোন প্রায়োগিক অসুবিধা লক্ষ্য করা যায় না। অন্যদিকে, বাংলার চলিতরূপের মাধ্যমে কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরে বাক্যরীতির গঠনগত জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণের মাধ্যমে এই দিকটি উপস্থাপন করলে তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হবে।

(১১) কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
আলেকজান্ডার উত্তর ভারত জয় করেন	আলেকজান্ডার কর্তৃক উত্তর ভারত বিজিত হয়

ইংরেজি বাক্যের আদর্শে (১১) সংখ্যক বাক্যের কর্মবাচ্যের প্রকৃত রূপ হতে পারে : উত্তর ভারত আলেকজান্ডার কর্তৃক বিজিত হয়। ওপরের উদাহরণ বাংলা সাধুরীতিতে কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরে 'কর্তৃক' রূপমূল ব্যবহারে বাচ্য পরিবর্তনে কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি। চলিতরীতিতে 'কর্তৃক' রূপমূল ব্যবহার অনুমোদিত নয় বলে এই শ্রেণীর রূপান্তর গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যক্ষেত্রে, কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরে চলিতরীতির প্রয়োগ কষ্টসাধ্য নয়। যেমন:

	কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
(১২)	রূপন যাবে না।	রূপনের যাওয়া হবে না।
(১৩)	তিতলিই বাড়ি যাবে।	তিতলিকেই বাড়ি যেতে হবে।

চলিতরীতির সাহায্যে কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তর যে আদৌ সম্ভব নয়, এই মন্তব্যও প্রকৃত নয়। এর সম্ভাব্য দিক সম্পর্কে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৭২ : ৩১৮) কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে নির্দেশ করেছেন। যেমন :

	কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
(১৫)	সে ভাত খেয়েছে।	তার ভাত খাওয়া হয়েছে।
(১৬)	মিলু ছবি এঁকেছে।	মিলুর ছবি আঁকা হয়েছে।
(১৭)	রেবা বইটা পড়েছে।	রেবার বইটা পড়া হয়েছে।
(১৮)	আমি রবীন্দ্রনাথের বই পড়েছি।	রবীন্দ্রনাথের বই আমার পড়া হয়েছে।

(১৯) পুলিশে চোর ধরেছিল। পুলিশের হাতে চোর ধরা পড়েছিল।

(২০) সে গানটি গেয়েছে গানটি তার গাওয়া হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রদত্ত উদাহরণে কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরে তিনটি প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। প্রথমত, ১৫,১৬,১৭, ও ১৯ সংখ্যক উদাহরণে কর্তা নিজের স্থান পরিবর্তন করেনি। দ্বিতীয়ত, ১৮ ও ২০ সংখ্যক উদাহরণে কর্তার স্থানে কর্ম ব্যবহৃত। তৃতীয়ত, কর্মবাচ্যে কতকগুলি নতুন গ্রন্থি যুক্ত হয়েছে। এই শ্রেণীর উদাহরণে রূপান্তরমূলক ব্যাকরণে গ্রন্থি সংযোজন সূত্র হিসেবে পরিচিত। ওপরের উদাহরণে ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৯ কর্মবাচ্যের প্রকৃত উদাহরণ হিসিবে গ্রহণ না করার পেছনে যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান। এখানে লক্ষণীয় যে, কর্মবাচ্যের ক্ষেত্রে প্রাথমিক নিয়ম হলো কর্মকে কর্তা হিসাবে বাক্যে স্থানান্তরীকরণ। এই প্রক্রিয়ায় কর্মবাচ্য গঠন যে, সম্ভব তা নিচে দেখান যেতে পারে।

(১৫) ক. (সব) ভাত তার খাওয়া হয়েছে

র্ক. ভাত তার খাওয়া হয়েছে।

(১৬) ছবিটা মিনুর আঁকা হয়েছে।

(১৭) বইটা রেবার পড়া হয়েছে।

(১৯) চোরটা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল।

অনেক ভাষার মতো বাংলায় আরোহণ (Scrambling) প্রক্রিয়ায় প্রচলিত বাক্যের পরিবর্তন হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ওপরে (১৫-২০) সংখ্যক উদাহরণে কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তর সম্ভব হলেও 'রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখেছেন' -এই শ্রেণীর বাক্যের ক্ষেত্রে চলিতরীতিতে কর্মবাচ্যীয় পরিবর্তন সম্ভব কী না -এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এই প্রশ্নেরও একটি সহজ উত্তর সম্ভব। এই শ্রেণীর বাক্যও নিয়মানুযায়ী কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে নিম্নোক্তরূপে পরিবর্তন করা যায়: উপন্যাসটা (উপন্যাসগুলো) রবীন্দ্রনাথের লেখা হয়েছে। এখানে একটি দিক বিশেষভাবে বিবেচ্য। ওপরের উদাহরণে বাচ্য পরিবর্তনে বাক্যের গঠনগত যে রূপান্তর লক্ষণীয় তা বিশেষ করে রূপমূল স্থানান্তরে ও নতুন রূপমূল অর্ন্তুক্তির দিক নির্দেশ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রচলিত ব্যকরণে বিশেষ কোন সূত্রের সাহয্যে বাক্য পরিবর্তনের দিক ব্যাখ্যাত হয় না। কর্মবাচ্য গঠনে তিনটি দিক ক্রিয়াশীল। এক, কিছু সংখ্যক বাক্যের ক্ষেত্রে চলিতরীতিতে পরিবর্তনগত প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। দুই, কর্মবাচ্য পরবির্তনে বাক্য মধ্যস্থিত উপাদানের রূপান্তরগত দিক অনির্দেশিত। তিন, চোর ধরা হয়েছে- এই শ্রেণীর কর্মবাচ্য পরিবর্তনের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা উপস্থাপিত। তার কারণ, এখানে দুটি বিশেষ্য বাক্যাংশ অনুপস্থিত। বর্তমান আলোচনায় এই তিনটি দিক রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৩. বাচ্য পরিবর্তন মূলত দুটি বাক্যের সম্পর্কগত দিক নির্দেশ করে। যেমন:

(২১) ক. বিড়ালটা ইঁদুর ধরেছে

র্ক. ইঁদুরটা বিড়াল দ্বারা ধরা পড়েছে।

র্ক´. ইঁদুরটা বিড়ালের সাহায্যে (কাছে) ধরা পড়েছে।

উপরিউক্ত তিনটি বাক্য বাগর্থগত ও বাক্যিক দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কিত। বাগর্থিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় দুটি বাক্যের সমশ্রেণীর প্রতিনিধির (agent : বিড়াল) উপস্থিতির মাধ্যমে, যার সাহায্যে ক্রিয়ার প্রক্রিয়া (action) লক্ষণীয়। এর পাশাপাশি বাক্য দুটিতে (ক ও র্ক অথবা ক ও র্ক´) একই প্রভাবিত রূপমূল (Patient : ইঁদুর) অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রভাবিত রূপমূলের অর্থে বাক্যের মধ্যে কোন রূপমূলের অস্তিত্ব যখন ক্রিয়ার প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রভাবান্বিত হয়, তা নির্দেশ করে। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, (২১ক) উদাহরণ 'বিড়ালের' দিক থেকে অবস্থা বর্ণিত এবং (২১ র্ক, র্ক´) উদাহরণে একই অবস্থা 'ইঁদুরের' দিক থেকে বর্ণিত। এর উত্তরে বলা যায় যে, দুটি বাক্যেই 'বিড়াল' হচ্ছে ভক্ষক এবং'ইঁদুর' ভক্ষিত। নিচে ছকের সাহায্যে এই দিক নির্দেশ করা হয়েছে।

(২২)

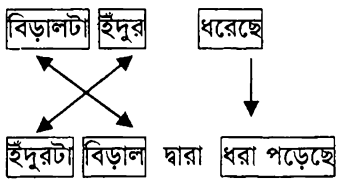

(২২ক) কর্তৃবাচ্য বলে এখানে প্রতিনিধি(agent) কর্তা ও (২২র্ক র্ক´) কর্মবাচ্য বলে প্রভাবিত রূপমূল (Patient) কর্তা। (২২ক) ও (২২র্ক, র্ক´) বাক্যে তিনটি বাক্যিক পার্থক্য বিদ্যমান।

(২৩) ক. (২২ক) বাক্যে ক্রিয়ার কর্ম হচ্ছে বিশেষ্য বাক্যাংশ (ইঁদুর), যা (২২র্ক) সংখ্যক বাক্যে ক্রিয়ার কর্তা।

খ. (২২ক) বাক্যে বিশেষ্য বাক্যাংশ (বিড়াল) হচ্ছে কর্তা, যা (২২র্ক) বাক্যে দ্বারা পদান্বয়ী অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার আগে ব্যবহৃত।

গ. (২২র্ক) বাক্যে ক্রিয়া বাক্যাংশ ধরা পড়েছে সাহায্যকারী ক্রিয়া- এছে মুখ্য ক্রিয়া ধরা পড়ার পরে ব্যবহৃত। এই শ্রেণীর ক্রিয়াকে কর্মবাচ্য সহায়ক ক্রিয়া বলা যায়।

দুটি বাক্যের মধ্যে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য সম্পর্ক যেখানে বিচার্য সেখানে একটি সকর্মক ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত। যেমন:

(২৪) ক. ভদ্রলোক ছেলেটাকে প্রহার করেছেন।

খ. ছেলেটা ভদ্রলোক দ্বারা প্রহৃত হচ্ছে।

বাচ্য পরিবর্তনে বাক্যের সম্পর্কগত দিকের বাক্যিক বিবরণ বিশেষ রূপমূলগুলো বিযুক্ত করে নির্দিষ্ট বাক্যে নির্দেশ করা সম্ভব। নিচে দৃষ্টান্ত অনুসারে বাক্যিক গঠনের সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে।

(২৫) বিশেষ্য বাক্যাংশ বিশেষ্য বাক্যাংশ ক্রিয়া

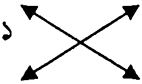

বিশেষ্য বাক্যাংশ বিশেষ্য বাক্যাংশ দ্বারা ক্রিয়া + কর্মবাচ্য

উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দেশিত সম্পর্ক অন্যভাবেও দেখান যেতে পারে।

(২৬) বিশেষ্য বাক্যাংশ - বিশেষ্য বাক্যাংশ - ক্রিয়া ⇨ বিশেষ্য বাক্যাংশ

বিশেষ্য বাক্যাংশ - দ্বারা - ক্রিয়া + কর্মবাচ্য

রূপান্তরমূলক সূত্র সাধিত, সম্পর্কযুক্ত নয়। সেজন্যে, (২৬) সংখ্যক সূত্রের পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। নিচে কর্মবাচ্য পরিবর্তনের সূত্রটি এভাবে নির্দেশ করা যায়:

(২৭) কর্তৃবাচ্য ⇨কর্মবাচ্য (ঐচ্ছিক)

গঠনগত বর্ণনা : বিশেষ্য বাক্যাংশ- বিশেষ্য বাক্যাংশ- ক্রিয়া

গঠনগত পরিবর্তন : বিশেষ্য বাক্যাংশ- বিশেষ্য বাক্যাংশ- দ্বারা-

ক্রিয়া (সাহায্যকারী ক্রিয়া)- ক্রিয়া (+কর্মবাচ্য)

বিধি :

(২৮) ক. বিশেষ্য বাক্যাংশ-২ বাক্যের প্রথমে স্থানান্তরের মাধ্যমে বাক্যের কন্যা সম্পর্ক হিসেবে যুক্ত।

খ. নতুন উপাদান কর্ম পরিবর্তিত হয়েছে সহায়ক ক্রিয়া ও পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ হিসাবে এবং তা সহায়ক ক্রিয়া কন্যা হিসাবে যুক্ত হয়েছে ও অন্যান্য সহায়ক উপাদানের ডানপাশে ভগ্নী হিসাবে সংযুক্ত।

গ.'দ্বারা' রূপমূল বিশেষ্য বাক্যাংশ-১ এর ডানপাশে ভগ্নী গ্রন্থি হিসাবে যুক্ত হয়ে পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশরূপে নতুন উপাদান গঠন করে ক্রিয়া বাক্যাংশের বাঁ পাশে ভগ্নী হিসাবে যুক্ত হয়েছে।

কর্মবাচ্য গঠনে নিচের বাক্যগুলিতে সমস্যাগত একটা দিক লক্ষ্য করা যেতে পারে। বাক্যে প্রত্যক্ষ কর্ম ক্রিয়ার আগে ব্যবহৃত হয়ে কর্মবাচ্যে কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন :

(২৯) ক. মনজুলা রূপনকে ঐ বইটা দিয়েছিল।

র্ক.ঐ বইটা রূপনকে মনজুলা কর্তৃক দেওয়া হয়েছিল।

একইভাবে অপ্রত্যক্ষ কর্ম, যা বিশেষ্য বাক্যাংশ হিসাবে কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয়, তা ক্রিয়ার আগে বসে কর্মবাচ্যে কর্তারূপে কাজ করতে পারে। যেমন:

(৩০) ক. রূপন মনজুলার জন্যে একটা গাড়ি কিনেছিল।

র্ক. মনজুলার জন্যে রূপন কর্তৃক একটা গাড়ি কেনা হয়েছিল।

খ. মৌটুসী আমার জন্যে একটা কেক তৈরি করেছিল।

র্খ. আমার জন্যে মৌটুসী কর্তৃক একটা কেক তৈরি করা হয়েছিল।

বাচ্য পরিবর্তন অনেকাংশে কর্তার প্রমোশন হিসাবে ধরা যেতে পারে। যেমন :

(৩১) ক. একটা বাস শাওনকে ধাক্কা দিয়েছিল।

কঁ. শাওন একটা বাস দ্বারা ধাক্কা পেয়েছিল।

'প্রমোশন' অর্থে এখানে (৩১ক) বাক্যে শাওন কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হলেও (৩১কঁ) বাক্যে মাঝখানের স্থান পরবির্তন করে প্রথমে এসেছে- এই দিক নির্দেশ করা হয়েছে।

কর্মবাচ্য রূপান্তরমূলক সূত্রের একটি ক্লাসিক নিদর্শন (যা প্রত্যয় লম্ফন বা Affix- hopping-এর ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়) এবং অনেকাংশে জটিল প্রকৃতির। তার কারণ, এখানে শুধু বাক্যস্থিত উপাদান বিন্যাসই লক্ষ্য করা যায় না, বরং পদান্বয়ী-বাক্যাংশ গঠনের সঙ্গে নতুন বৈশিষ্ট্যও নতুন রীতি নির্দেশ করে।

বাক্যের গভীরতলে রূপমূল প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত করা যায় এবং কর্মবাচ্য রূপান্তর-সূত্র ধরে রাখা যায় যদি রূপমূল অন্য রূপমূলের সাহায্যে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়। যেমন 'লিখেছিল' থেকে 'লিখিত হয়েছিল'। সূত্রের দিক থেকে এটা অসাধারণ একটা প্রক্রিয়া এবং সাধারণ বাক্যতত্ত্বীয় গঠনের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান, তা হলো, কর্মবাচ্য রূপান্তর সূত্র 'লিখিত' এই রূপের বিভাজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যা প্রথাগত ব্যাকরণে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে, এগুলি ক্রিয়া এবং তার সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বাচক বিশ্লেষণ কোন দিক থেকে বিশেষণের সমস্থানীয় এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। অনেক বিশেষণ ও ক্রিয়া বাচক বিশেষণের গঠন সমশ্রেণীর। যেমন: বন্ধ জানালা/ জানালা রায়হান কর্তৃক বন্ধ হয়েছিল, ভাঙা কাঁচ/কাঁচটা ভাঙা হয়েছিল রূপম দ্বারা। কর্মবাচ্যে বাক্যিক পরিবর্তন রূপান্তর সূত্রের আকারের ঈষৎ পরিবর্তন যথেষ্ট বলে ধরা হয়।

(৩২) কর্ম বিশেষ্য বাক্যাংশে কর্তার স্থানে রূপান্তর করে কর্তাকে বাক্যের শেষ দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

ক. মিসেস হাসান ঐ বইটা টেবিলের উপর রেখেছিলেন।

কঁ. ঐ বইটা মিসেস হাসান কর্তৃক টেবিলের ওপর রাখা হয়েছিল।

উদাহরণে কর্ম বিশেষ্য বাক্যাংশ বইটা কর্তার স্থানে আনা হয়েছে পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ টেবিলের ওপর তার নিজস্ব স্থানে আছে। কর্মবাচ্যে পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশে বিশেষ্য বাক্যাংশের সংঙ্গে স্থানান্তর করলে অব্যয়করণীয় বাক্য গঠিত হবে।

(৩২)* খ. বইটা টেবিলের ওপর মিসেস হাসান কর্তৃর রাখা হয়েছিল।

এই প্রক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে, বিশেষ্য বাক্যাংশ ও পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ গঠনগত দিক থেকে পরস্পর স্বাধীন।

অনেক ক্ষেত্রে শুধু বাক্যাংশ গঠন সূত্রের (Phrase Structure Rule) কর্মবাচ্যের গঠন ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত নয় বলে তার জন্য প্রয়োজন হয রূপান্তর সূত্রের। ইংরেজিতে 'The cats were running by the

river' কর্মবাচ্যের বাক্য নয়। এই দিকটি সহজভাবে পরীক্ষা করার রীতি হচ্ছে এই বাক্য অন্য একটি বাক্যের জোড় কী না তা পরীক্ষা করে দেখা। কর্মবাচ্যের বাক্যে মুখ্য ক্রিয়া সকর্মক হলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(৩৩) ক. মৌটুসী অন্তরঙ্গতার প্রশংসা করেছিল।

র্ক. অন্তরঙ্গতা মৌটুসী দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল।

এখানে ক্রিয়া 'প্রশংসা করা'-র অবশ্যই একটা মনুষ্যবাচক কর্তা সকর্মক বাক্যে অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজনীয়। কিন্তু (৩৩র্ক) উদাহরণ মনুষ্যবাচক বিশেষ্য বাক্যাংশ কর্মবাচ্যে অনুপস্থিত।

১.৪ কর্মবাচ্য রূপান্তর প্রক্রিয়া

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য রূপান্তরে তিনটি প্রধান দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এগুলি এভাবে নির্দেশ করা যায় :

(৩৪) ক. সকর্মক বাক্যের (Active Sentence) কর্তা ও কর্মের বিশেষ্য বাক্যাংশের স্থান পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

খ. নতুন কর্মের পরে দ্বারা (সাধুরীতির বাক্যে) সংযুক্তি প্রয়োজন।

ঘ.মুখ্য ক্রিয়ার পর অন্য একটি ক্রিয়াপদের সদস্য সংযুক্ত হবে (ঐচ্ছিক)। যেমন :

(৩৫) ক. ছেলেরা মেয়েদের হারাল

খ. মেয়েরা ছেলেদের দ্বারা পরাজিত হলো।

↑ ↑

কর্মবাচ্যীয় রূপান্তরে কর্তা ও কর্মের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক বলে সকর্মীয় বাক্যে স্বাধীনভাবে সহায়ক ক্রিয়া যুক্ত হয়ে থাকে।

সকর্মক বাক্যে কর্তা ও কর্মের পারস্পরিক রদবদলের ফলে কর্মবাচ্য গঠিত হওয়ায় প্রয়োগ বিরুদ্ধ কর্মবাচ্যের সকর্মক প্রতিরূপ না থাকলে তা স্বাধীনভাবে বর্জন করা সম্ভব হবে।

রূপান্তর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুটি দিক অন্তর্ভুক্ত : গঠনগত বর্ণনা ও গঠনগত পরিবর্তন নির্দেশ। গঠনগত বর্ণনায় সূত্রের সাহায্যে কোন বৃক্ষ প্রভাবিত হলে তার পূর্বরূপ নির্দেশিত হয় এবং গঠনগত পরিবর্তন প্রত্যেকটি আউটপুট বৃক্ষের সঙ্গে ইনপুট বৃক্ষ সংশ্লিষ্ট থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, নির্দেশিত সূত্রের সাহায্যে বৃক্ষরীতিতে যে পরিবর্তন ঘটে তা দেখান হয়।

কর্মবাচ্যীয় রূপান্তর সকর্মক বাক্যের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল রূপলাভ করে থাকে, অর্থাৎ যে বাক্যে কর্তা, মুখ্য ক্রিয়া, কর্ম ও অন্যান্য সহায়ক উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। নিচের বৃক্ষচিত্র লক্ষ্য করলে এই দিক স্পষ্ট হবে।

(৩৬)

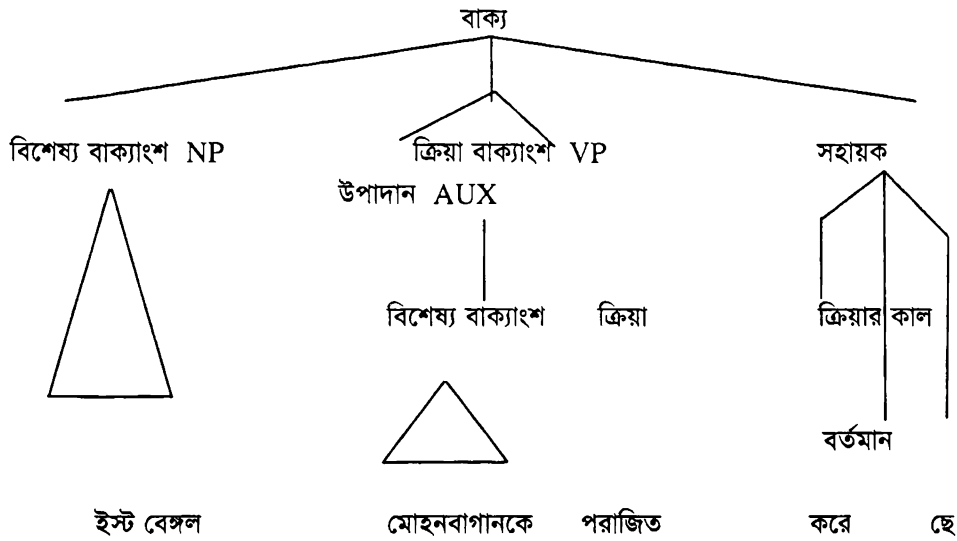

এখানে ১,২,৩,৪ সংখ্যার সাহায্যে বাক্যে চারটি উপাদান নির্দেশিত। এই বাক্যের সাহায্যে নিচে কর্মবাচ্যীয় সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে।

(৩৭) কর্মবাচ্য (ঐচ্ছিক)

গঠনগত বর্ণনা : বিশেষ্য বাক্যাংশ-ক্রিয়া বাক্যাংশ-ক্রিয়া-সহায়ক উপাদান

	১	২	৩	৪
গঠনগত পরিবর্তন :	২	১	৩	৪

এই পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্য গ্রন্থি হচ্ছে :

(৩৮) ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানকে পরাজিত করেছে
১ ২ ৩ ৪

মোহনবাগানকে ইস্ট বেঙ্গল পরাজিত করেছে
২ ১ ৩ ৪

কর্মবাচ্য (সংশোধিত রূপ) :

(৩৯) গঠনগত বর্ণনা : বিশেষ্য বাক্যাংশ - ক - বিশেষ্য বাক্যাংশ - ক্রিয়া - সহায়ক উপাদান

	১	২	৩	৪	৫
গঠনগত পরিবর্তন :	৩	২	দ্বারা+১	৪	৫

এখানে পরীবর্তনীয় ক-এর অর্থ হলো যে, কর্মবাচ্যীয় সূত্র বিশেষ্য বাক্যাংশ-১ ও বিশেষ্য বাক্যাংশ-২ এর মধ্যে অবস্থিত যেকোন উপাদান অবজ্ঞা করবে। এই গঠনগত বর্ণনায় ক শূন্য বা বাতিল (null) হলেও তার মাঝখানে যেকোন উপাদান ব্যবহৃত হোক না কেন অবজ্ঞা করবে, অর্থাৎ বিশেষ্য বাক্যাংশ-১ ও বিশেষ্য বাক্যাংশ-২ এর মাঝে কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

১.৪ এজেন্ট বর্জন

(৪০) ক. চিন্তন গতকাল চাকরিচ্যুত হয়েছে।

খ. এই ফাইলগুলো পরীক্ষা করা হবে।

গ. পাথরটা সরে গেছে।

ওপরের তিনটি উদাহরণ একই অর্থে হ্রাসকৃত কর্মবাচ্যের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বাক্যগুলি এভাবে গ্রহণ করতে গেলে সেগুলো জোড় হিসেবে নিচের মতো বাক্য দাঁড় করানো দরকার।

(৪১) ক. চিন্তন গতকাল কারুর দ্বারা চাকরিচ্যুত হয়েছে।

(কারুর দ্বারা চিন্তন গতকাল চাকরিচ্যুত হয়েছে)।

(কারুর দ্বারা চিন্তনকে গতকাল চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে)।

খ. এই ফাইলগুলো কারুর দ্বারা পরীক্ষা করা হবে।

গ. পাথরটা কারুর দ্বারা (কোন কিছুর দ্বারা) সরান হয়েছে।

এই শ্রেণীর বাক্যের ক্ষেত্রে বিতর্ক বিদ্যমান বলে এগুলো কর্মবাচ্যের উদাহরণ হিসাবে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেকটি সকর্মক গঠনের কর্মবাচ্যীয় রূপ বিদ্যমান। প্রত্যেকটি কর্মবাচ্যীয় গঠনের সকর্মক প্রতিপক্ষীয় গঠন বিদ্যমান। এখানে বিশেষ্য বাক্যাংশ সঞ্চালন সূত্রই মুখ্য ভূমিকা অবলম্বন করে।

১.৫ বাংলা কর্মবাচ্য আলোচনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দিকগুলি লক্ষ্য করা যায়:

(৪২) ক. প্রচলিত ধারায় দ্বারা বা কর্তৃক সংযুক্তির সাহায্যে কর্মবাচ্য গঠিত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া সর্বাত্মকভাবে চলিতরীতির অনুগত নয়।

খ. চলিতরীতিতে দুভাবে কর্মবাচ্য গঠন সম্ভব। প্রথমত, কর্তৃবাচ্যের কর্তাকে কর্মকারকে রূপান্তর করে; দ্বিতীয়ত, বিশেষ শ্রেণীর বাক্যে প্রকৃত রীতি অনুসরণ করে কর্তৃবাচ্যের কর্মকে কর্মবাচ্যের কর্তারূপে পরিবর্তনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে, দ্বারা, কর্তৃক রূপমূলের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদিত নয়।

গ. বাক্যে কর্তার সঙ্গে কর্ম না থাকলে কর্মবাচ্যের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

১. চোর ধরা পড়েছে।

২. আসামীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

এই শ্রেণীর বাক্যে বা একটি বিশেষ্য বাক্যাংশ বর্জিত হয়েছে এবং বাক্যের সমস্থানীয় জোড় অনুপস্থিত বলে কর্মবাচ্যের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তার কারণ, কর্মবাচ্য গঠনের নিয়মানুসারে প্রত্যেকটি সকর্মক গঠনের কর্মবাচ্যীয় প্রতিপক্ষীয় জোড় যেমন থাকবে, তেমনি প্রত্যেকটি কর্মবাচ্যীয় গঠনের সকর্মক থাকা বাঞ্ছনীয়।

ইংরেজি কর্মবাচ্যের নিয়ম বাংলার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়। ইংরেজিতে John bought me a beer বনাম I was bought a beer by John শ্রেণীর গঠন বাংলার সম্ভব নয় বলে কর্মবাচ্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মের আয়ত্তাধীন নয়।

তথ্যনির্দেশ

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ১৯৭২। সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

চৌধুরী, মুনির, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও ইব্রাহীম খলিল। ১৯৭৫। বাংলা ভাষার ব্যকরণ। বাংলাদেশ স্কুল টেস্ট বুক বোর্ড, ঢাকা।

Akmajian, Adrian and W. Frank Heny. 1975, An Introduction to the Principles of Transformational Syntax. The MIT Press: Cambridge, Mass

Brown, E.K. and J. E. Miller. 1980. A Linguistic Introduction to Sentence Structure.

Hutchinson: London